আপনার আজকের দিনটি

প্রগতি মাইতি

'কর্মে পদোন্নতি, সম্মান লাভ' --অফিসে ফুরফুরে মেজাজেই ছিল সাগ্নিক, টিফিনের পর অফিসারের সঙ্গে বেঁধে গেল ধুন্ধুমার কান্ড। একঘর ভর্তি সহকর্মীদের ম াঝখানে কী অপমানটাই হোল সাগ্নিকের।

'সন্তানের মেধার বিকাশ ও অধ্যয়নে কৃতিত্ব'--অফিসে পৌঁছেই বাড়িতে বার দু'য়েক ফোন করে সবর্ণার বার্ষিক পরীক্ষার ফলত জানতে চেষ্টা করেছে। তখনও সূতিকা সবর্ণার স্কুল থেকে ফেরে নি। ফিরে এসেও সূতিকা রাগে সাগ্নিককে ফোন করেনি। অংকে চবিবশ পেয়ে এইটে প্রমোশন।

'বৈষয়িক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান' --সন্ধেবেলা আশায় বুক বেঁধে সাগ্নিক পাশের বাড়িতে তার কাকার কাছে যায়। খুব ছোটবেলাতেই সাগ্নিকের পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। কাকা হিরণ, উকিল। পৈতৃক সম্পত্তির ভাগাভাগির ব্যাপার প্রায় পাঁচ বছর ঝুলে রয়েছে। কিছুতেই হিরণ সাগ্নিককে তার অংশ বুঝিয়ে দিতে চায় না। যথ ারীতি আজকেও হিরণ বলে, তোর এ্যাত তাড়াহুড়োর কী আছে সানু ? আমি কি তোর অংশ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি ? বিষয়, বিষ, বুঝলি ? এসব ধর তক্তা মার পেরেক করে হয় না।

'প্রিয়জনের বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ' --ছুটি নিয়ে কাটোয়া যায় সাগ্নিক। একমাত্র শালিকার পাকা দ্যাখা। সূতিকা যায় নি।শ্বশুরের অনুরোধে গুণধর জামাই প াত্রপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে দে ছুট্। আবার সব গুবলেট। ব্যাক টু হোম।

'প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে মতানৈক্য হতে পারে' ---সকালে চা খেতেই অমিতের ফোন আসে। ধীর গলায় অমিত বলে, সরি সাগ্নিক। আমি তোকে ভুল বুঝেছিলাম। তুই ঠিকই বলেছিস। সুপ্রিয় ব্যাপারটা না বললে তোর সাথে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যেত। 'গবেষণায় সাফল্য' --প্রশ্নই ওঠে না। সাগ্নিক কোন গবেষণা অতীতে করে নি, ভবিষ্যতে .... ।

নাঃ, আর 'আপনার আজকের দিনটি' দেখবে না সাগ্নিক। সারা সপ্তাহ যা গেল। রবিবার। এ্যাতদিনের স্বভাব কি সহজে যায় ? যথারীতি চোখ চলে যায় -- 'পুরনো প্রেম মাথাচাড়া দিতে পারে' ---সারাটা দিন সময় পেলেই সাগ্নিক ফোনের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে করছে। নিশ্চয়ই তোর্সা ফোন করবে। আজকের দিনটি অন্তত তার বৃথা যাবেনা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com